০৯ -০২- ১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — যদি তোমরা বাবার সাথে "মিলন" (সাক্ষাৎ) উদযাপন করতে ইচ্ছুক থাকো, তাহলে পবিত্র হতে হবে। তার জন্য সত্যকারের আধ্যাত্মিক(রুহানি) প্রেমিক হও, একমাত্র বাবা ছাড়া কাউকে স্মরণ কোরো না ।"

প্রশ্ন :- যে ব্রাহ্মণেরা দেবতা হন, সেই ব্রাহ্মণদের পদ দেবতাদের থেকেও উচ্চ হয়, কীভাবে ?

উত্তর:- ব্রাহ্মণেরা এই সময় সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সমাজ কর্মী (রুহানি সোশ্যাল ওয়ার্কার) । কারণ তারা মানব আত্মাতে (রুহ) পবিত্রতার , যোগের ইনজেকশান লাগিয়ে থাকেন । ভারতের ডুবে থাকা নৌকাকে শ্রীমত অনুসারে করে পার লাগিয়ে দেন। নরকবাসী ভারতকে স্বর্গবাসী বানিয়ে দেন । এমন সেবা দেবতারা করবেন না । তাঁরা তো এই সময়ের সেবার প্রালব্ধ ভোগ করেন, এই জন্য ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের থেকে উচ্চ ।

গান :- আমাদের তীর্থ সবার থেকে স্বতন্ত্র (ন্যারা) .....

ওম শান্তি।বাচ্চারা তোমরা গান শুনলে । আমরা হলাম জীব আত্মা : আত্মা আর শরীর। আত্মাকে আত্মা আর শরীরকে জীব বলা হয় । আত্মারা আসে — পরমধাম থেকে । এখানে এসে শরীর ধারণ করে । এ হলো কর্মক্ষেত্র -- যেখানে আমরা এসে পার্ট অভিনয় করি । বাবা বলেন যে আমাকেও আমার পার্ট অভিনয় করতে হয় । আমি তো পতিতদের পবিত্র বানাতে আসি। এই সময় এই পতিত দুনিয়ায় একটিও পবিত্র আত্মা নেই । আবার পবিত্র দুনিয়ায় একটিও পতিত আত্মা থাকবে না। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ পবিত্র হয়, দ্বাপর যুগে দ্বাপর যুগ, কলিযুগ পুরো হলো পতিত । পতিত - পাবন বাবাই এসে সবাইকে শিক্ষা দেন যে, হে ! আত্মারা তোমরা এই শরীরের সাথে ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পন্ন করেছো । তার মধ্যে অর্ধ সময়ে সুখ আর অর্ধ সময়ে দুঃখ প্রাপ্ত করেছো । দুঃখ ধীরে ধীরে শুরু হয় । এখন অনেক দুঃখ রয়েছে । এখন অনেক প্রকারের বিপর্যয় আসবে । এই সময় সবাই ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । কারোর যোগ বাবার সাথে নেই । আত্মা নিজেকে ভুলে গেছে । এবার তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে, প্রেমিক প্রেমিকা যেমন হয় না ! ছেলেমেয়েরা অনেক সময় যেমন এক অপরকে জানেও না, কিন্তু তাদের বাগদান (সাগাই) হয়ে যায় তারপর তারা প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে যায় । সেই বাগদান (সাগাই) হল বিকারের জন্য । তারা হলো পতিত প্রেমিক প্রেমিকা । আবার আর এক প্রকারের প্রেমিক প্রেমিকা হল যারা কেবল একে অপরকে দেখতে থাকে , যেমন লায়লা মজনু দু'জনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে । তারা বিকারে যায় না । কাজ করতে করতে প্রেমিকা এসে সামনে এসে দাঁড়ায় যেন । যেমন মীরাবাঈ এর সামনে কৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে যেতেন । এখন এ হল পরমপিতা পরমাত্মা প্রিয়তম, যার জন্য আমরা সব আত্মারা প্রেমিকারা হয়ে গেছি । সবাই ওনাকে স্মরণ করে । আশিক তো অনেক আছে , কিন্তু প্রিয়তম সবার জন্য একজনই। সমস্ত মানুষ মাত্র সেই একজনের প্রেমিক হয়ে থাকেন । সবাই ভক্তি করে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য । ভক্তরা তো হয়ই প্রেমিকা, আর ঈশ্বর হলেন প্রিয়তম । এবার মিলন কেমন করে হবে ? সবার যিনি প্রেমিকা পরমাত্মা তিনি আসেন । এখন এসেছেন আর বলছেন বাচ্চারা তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো । আমার সাথে যোগ লাগিয়ে আমারই

প্রেমিক হয়ে যাও । এই রাবণ রাজ্যে কেবল দুঃখ আর দুঃখ ছেয়ে আছে । এখন এই সবের বিনাশ হতে হবে । আমি এসেছি তোমাদের পবিত্র বানাতে । তোমাদের এটা অন্তিম জন্ম, এই কারণে স্মরণ করলে পরে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । ধর্মরাজের লাঠির আঘাত থেকে বেঁচে যাবে । সেই নিরাকার বাবা বলছেন আমার আদরের বাচ্চারা, এখন বিনাশের সময়, মাথার উপর পাপের বোঝা চেপে আছে। এখন পুণ্য আত্মা হতে হবে । যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে আর পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে । বাবা বলেন ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা রাবণ রাজ্যে পাপ আত্মা ছিলে । এখন তোমাদের পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। দেবতারা হলেন পুণ্য আত্মা । পাপাত্মারা পুণ্য আত্মাদের পূজো করে । এখন এই হলো অন্তিম জন্ম, মৃত্যু তো সবারই হবে তাহলে উত্তরাধিকার (বর্সা) নিয়েই নেওয়া যাক না কেন ! পুণ্য আত্মা হয়ে যাই না কেন ! সব থেকে বড় পাপ কর্ম হলো বিকারে যাওয়া । বিকারীদের পতিত আর নির্বিকারীদের পবিত্র বলা হয় । সন্ন্যাসীরাও পতিত ছিলেন তাইতো পবিত্র হবার জন্য ঘরদুয়ার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন । তারপর যখন পবিত্র হয়ে যান তখন সবাই ওঁদের সামনে মাথা নত করে। প্রথমে যখন পতিত ছিলেন তখন কেউ মাথা নত করত না । এখানে তো মাথা নোয়ানোর কোনো ব্যাপার নেই । বাবা বাচ্চাদের শ্রীমত দেন যে নিজেকে আত্মা ভাবো, আর আমরা এখানে এসেছি পার্ট অভিনয় করতে, তারপর বাবার কাছে ফিরে যাব । এখন দেহ সম্পর্কিত সব তীর্থ বন্ধ করে দিতে হবে । তোমাদের ঘরে শান্তিধামে ফেরত যেতে হবে । যখন যাত্রা করা হয় তখন যাত্রার সময় পবিত্র থাকে সব । তারপর ঘরে এসে পতিত হয়ে যায় । সেটা হলো অল্প কালের জন্য দেহ সম্পর্কিত যাত্রা । এখন তোমাদের রুহানি যাত্রা শেখাচ্ছি । বাবা বলেন - আমার দেওয়া শ্রীমত অনুযায়ী চললে তোমরা অর্ধ কল্প অবধি অপবিত্র হবে না । সত্যযুগে রাধা কৃষ্ণের বাগদান পতিত হবার জন্য থোড়াই হয়েছে । ওখানে সব পবিত্র । যোগবলের দ্বারা বাচ্চার জন্ম হয় । যেমন যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের অধীশ্বর হয়ে যাও । ওখানে বাচ্চারা কখনো শয়তানসুলভ আচরণ করে না কেননা ওখানে মায়া থাকে না । বাচ্চারা ভালো কর্মই করবে । ওখানে কর্ম অ-কর্ম হয়ে যাবে । এখানে রাবণ রাজ্যে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায় । এই নাটক পূর্ব রচিত । তোমরা সব কুমার কুমারীরা পরস্পর ভাই বোনের সম্পর্কে আছো । তোমরা শিববাবার পৌত্র হয়ে গেছো । বর্সা (উত্তর অধিকার) বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয় — স্বর্গের ঐশ্বর্যের (বাদশাহী) উত্তরাধিকার । এবার বাবা এসে মহিলা পুরুষ দুজনেরই যোগ নিজের সাথে লাগান । বলেন গৃহস্থ সংসারে থেকে পবিত্র থাকো । এই বাহাদুরি দেখাও । একসঙ্গে থেকেও কাম অগ্নি যেন গ্রাস না করে, এমন ভাবে থাকলে অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । ভীষ্ম পিতামহের মতন ব্রহ্মচারী হতে হবে, মেহনত করতে হবে । লোকেরা ভাবে এটা বোধহয় খুব মুশকিল কাজ । কিন্তু বাবা সব শেখাবার জন্য যুক্তি বলে দেন । শিব-ভগবানুবাচ — কৃষ্ণ কোনে ভগবান নন। উনি হলেন দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ । ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী । ব্রহ্মার পদ, বিষ্ণুর থেকে উচ্চ । যেমন ব্রাহ্মণদের পদ দেবতাদের থেকেও উচ্চ হয়। কেননা এই সময় তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সমাজ কর্মী (social worker) । মানুষদের আত্মায় পবিত্রতার আর যোগের ইনজেকশন লাগিয়ে দিচ্ছো । তোমরা এই ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দিচ্ছো, এই জন্য রচয়িতার মহত্ব অনেক বেশি হয় । যদিও তোমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছো কিন্তু এই সময়ে তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে সেবা করে চলেছো, দেবতা রূপে সেবা করা হয় না । ওখানে তোমরা রাজত্ব করবে । তোমাদের সেবা কাজ হলো নরকবাসী ভারতকে স্বর্গবাসী বানানো, এই জন্য 'বন্দে মাতরম্' বলে থাকে । শিব শক্তি সেনা বাহিনী। মাম্মাকে সিংহের ওপর অধিষ্ঠিত

দেখানো হয়, কিন্তু এই রকম হয় না । তোমরা হলে বাঘিনী কেননা তোমরা পাঁচ বিকার থেকে জিত প্রাপ্ত করেছো । ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছো । এই রকম সেবা হয়েছে বলেই না অনেক শক্তির মন্দির আছে । কিন্তু প্রধান হলো একটা । শক্তি প্রদান কারী একমাত্র শিববাবা । এই সবই হল ওঁনার মহিমা । তারপর যারা যারা তাঁর সাহায্যকারী তাদেরও অনেক নাম মহিমা কীর্তিত হয় । পুরুষ, পান্ডবদের মহারথী বলা হয় । পুরুষ মহিলা দুজনকেই দরকার । প্রবৃত্তি মার্গ না! তাই । কখনো কোনো বিকারীকে গুরু বানানো উচিত নয় । গৃহস্থকে গুরু করে কোনো লাভ হয় না । গৃহস্থ হলো পতিত আর পতিত কখনো পতিতকে পবিত্র বানাতে পারে না । ওরা নিজেদের সন্ন্যাসীদের অনুগামী (ফলোয়ার্স) বলে কিন্তু নিজেরা স্বয়ং সন্ন্যাসী না হলে এই সব মিথ্যা হয়ে যায় । আজকাল তো অনেক ঠগবাজ হয় । গৃহস্থ গুরু হয়ে বসে পড়ে আর পবিত্রতার কথা তোলেই না । এখানে বাবা বলেন পবিত্র হও তাহলেই তোমরা আমার সন্তান বলতে পারবে। পবিত্র হওয়া ছাড়া রাজত্ব পাবে না । তাই তো অবশ্যই বাবার সাথে যোগে থাকতে হবে । এবার যে যাঁকে মানে। ভাবো কেউ যদি গুরু নানককে মানে, তাহলে সে সেই ঘরানার হয়ে যাবে । স্বর্গে সেই যাবে যে এই সময় শিক্ষা গ্রহন করে পবিত্র হয়ে যাবে । গুরু নানককে কেউ দেবতা বলবে না । দেবতারা থাকেন সত্যযুগে । ওখানে অনেক সুখ , অন্যান্য ধর্মের অনুগামীরা স্বর্গের কি সুখ তা জানে না । ভারতবাসীরা স্বর্গেই থাকে। বাদবাকি সব পরে আসে।

যারা যারা দেবতা হওয়ার, তারাই দেবতা হবেন । এই সময় দেবতাদের আর লক্ষী নারায়ণকে পূজো করা হয় আর সবাই বলে আমাদের হিন্দু ধর্ম। কেননা তারা পতিত হয়ে গেছে। সেই জন্য পবিত্র ধর্ম ভুলে গেছে। আর বলে যে আমরা হিন্দু । আরে ! তোমরা হলে দেবী দেবতার ধর্মের অন্তর্গত। তাহলে নিজেদেরকে হিন্দু কেন বলো ! হিন্দু ধর্ম বলে কোনো ধর্ম হয় না , কারণ তাদের এখন পতন ঘটেছে । খুব অল্প সংখ্যকই দেবতা হন। যারা এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেন — তারাই মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাবেন । কম শিক্ষা গ্রহণ করলে সাধারণ প্রজাদের মধ্যে চলে আসবে । আর বাবার হয়ে গেলে -- বাবার বিজয় মালায় গাঁথা হয়ে যাবে। এখন তো রুহানি প্রেমিক প্রেমিকা হতে হবে । সত্যযুগে দেহধারী হবে, কলিযুগেও দেহধারী হয় । এখন সঙ্গমযুগে রুহানি প্রেমিকা হতে হবে একজন প্রিয়তমের (বাবার)। বাবা বলেন আমাকে অবিরাম স্মরণ করতে থাকো । বিকারে গেলে পরে একশ গুণ বেশি দন্ড(সাজা) পেতে হবে , পতন ঘটলে বাবাকে জানাতে হবে যে, বাবা আমরা মুখ পুড়িয়েছি । বাবা বলছেন যে, "বাচ্চারা এখন তোমাদের গৌর বর্ণের হতে হবে" । কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়, ওঁনার আত্মা এই সময় কালো হয়ে গেছে । আবার জ্ঞান চিতায় বসে গৌর বর্ণ হয়ে যাবে । ২১ জন্মের জন্য সুন্দর হয়ে যাবে, তারপর শ্যাম বর্ণের হয়ে যাবে । এই শ্যাম আর সুন্দরের খেলা রচিত হয়ে রয়েছে । শ্যাম থেকে সুন্দর হওয়ার সময় এক সেকেন্ড লাগবে, সুন্দর থেকে শ্যাম হতে গেলে অর্ধ কল্প লেগে যায় । অর্ধ কল্প শ্যাম, আবার অর্ধ কল্প সুন্দর । শিববাবা হলেন একমাত্র সুন্দর পথিক আর বাকি সব সজনীরা কালো হয়ে গেছে। সুন্দর হওয়ার জন্য তোমাদের যোগ শেখানো হয় । সত্যযুগে ফার্স্ট ক্লাস ন্যাচারাল সৌন্দর্য হয়, কেননা তখন পাঁচ তত্ব সতোপ্রধান হওয়ার জন্য শরীরও সুন্দর হয়ে যায় । এখানে তো আর্টিফিসিয়াল সৌন্দর্য । পবিত্রতা খুবই সুন্দর জিনিস । বাবার কাছে অনেকে আসে, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু এতে কেউ

অসফল হয় (fail), আবার কেউ পাশ (pass) করে যায়। এটা হলো ঈশ্বরীয় মিশন, ডুবে থাকা ভারতকে উদ্ধার (salvage) করার । ভারতের নৌকা রাবণ ডুবিয়েছে , রাম এসে পার করে দেন। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা স্বর্গে গিয়ে হীরে জহরত খচিত মহল বানাবো । এই শরীর ছেড়ে প্রিন্স প্রিন্সেস হবো । যারা আমার সন্তান, তাদেরই এই রকম ভাবনা চিন্তা চলতে থাকবে। এ হল ঈশ্বরীয় দরবার বা ঈশ্বরীয় পরিবার । গান আছে না — তুমি মাতা তুমি পিতা... আমরা তোমার সন্তান। তাহলে গান অনুযায়ী তো সবাই পরিবারের হয়ে গেলো, তাই না । ঈশ্বর হলেন পিতামহ, ব্রহ্মা হলেন বাবা। তোমরা হলে ভাই বোন । স্বর্গের উত্তরাধিকার(বর্সা) তোমরা পিতামহের থেকে নাও, তারপর আবার হারিয়ে ফেলো, তারপর আবার বাবা আসেন উত্তরাধিকার(বর্সা) নিয়ে । তোমরা আসলে মানে প্র্যাকটিকালি বাবার হয়েছ এই বর্সা (অধিকার) নেওয়ার জন্য । আসলে বাস্তবে তোমরা বাচ্চারা হলে শিবের পৌত্র পৌত্রী । তাই তো একে ঈশ্বরীয় দরবার বলা হয়, ঈশ্বরীয় পরিবার বা কুটুমও বলতে পারো । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান চিতায় বসে সম্পূর্ণ ভাবে পবিত্র (গৌর বর্ণ) হতে হবে । পবিত্রতা হল প্রথম নম্বর সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য ধারণ করে বাবার সন্তান বলার অধিকারী হতে হবে ।

২) এই বিনাশকালে মাথার ওপরে যে পাপের বোঝা আছে, সেটাকে একমাত্র বাবার স্মরণের দ্বারা নামাতে হবে । পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে ।

বরদান :- নিজের মস্তকে সর্বদাই বাবার আশীর্বাদী হাতের অনুভব কারী বিঘ্ন বিনাশক ভবঃ

বিঘ্ন বিনাশক সে-ই হতে পারবে যার মধ্যে সর্বশক্তি আছে । তাহলে সর্বদা এই নেশায় মগ্ন থাকো, যে আমি হলাম মাষ্টার সর্ব শক্তিমান । সর্ব শক্তিগুলি যথাযথ সময় কাজে প্রয়োগ করো । যে ভাবেই মায়া আসুক না কেন তোমরা কিন্তু নলেজ ফুল থাকবে । বাবার হাত আর সাথের দুটোর অনুভূতিতে কম্বাইন্ড রূপে থাকো। রোজ অমৃত বেলায় বিজয়ের তিলক স্মৃতিতে লাগিয়ে দাও । অনুভব করো যে বাপদাদার আশীর্বাদী হাত আমার মস্তকে আছে আর এই জন্যই বিঘ্ন বিনাশক হয়ে সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকো *

স্লোগান :- সেবার দ্বারা অবিনাশী খুশীর অনুভূতিতে থাকা আর খুশীর অনুভূতি করানোর জন্য সত্যকারের সেবাধারী হও।